এনিমেল ফার্ম

জর্জ অরওয়েল

অনুবাদক : আমিনুল ইসলাম

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৫

প্রচ্ছদ : আহমাদ বোরহান
অক্ষর বিন্যাস : রওনাকুর রহমান

প্রকাশক : জিয়াউল হাসান নিয়াজ
প্রকাশনী : প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
ঠিকানা : ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা
বইমেলা পরিবেশক : বইমই

ফোন : ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬
হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬
অনলাইন পরিবেশক : **rokomari.com**
মুদ্রণ : মক্কা প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ISBN: 978-984-99327-7-2

মূল্য : ২৫০/-

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

'ম্যানার ফার্ম'-এর মালিক মিস্টার জোনস নেশার ঘোরে মুরগির ঘরগুলোয় তালা দেয়। ঘোরটা আজ বড্ড বেশি তার, এতটাই বেশি যে মুরগির ঘরের ফোকরগুলো বন্ধ করার কথা তার মনেই নেই। হাতের লণ্ঠন নিয়ে দুলতে দুলতে বারান্দায় চলে যায় জোনস। হাঁটার তালে তালে লণ্ঠনের মৃদু আলোও এপাশ-ওপাশ দুলছে, নাচছে; ঘুরপাক খাচ্ছে সে। জানালার পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে জুতা জোড়া পা থেকে একরকম ছুড়ে ফেলে। তারপর রান্নাঘর থেকে অবশিষ্ট বিয়ার পাত্রে ঢেলে বিছানার দিকে এগিয়ে যায় সে। এদিকে বিছানায় নাক ডাকছে তার স্ত্রী। সে ঘুমিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই।

জোনসের শোবার ঘরের আলোটা নিভে যাওয়ার অপেক্ষায়ই যেন ছিল সারা খামার। সঙ্গে সঙ্গে ঝটাপটি আর হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। রীতিমতো একটা ঘূর্ণিঝড়! আসলে এ তো হওয়ারই কথা। আজ সারা দিন ধরেই একটা কথা ভেসে বেড়িয়েছে পুরো খামারে। সবাই বলাবলি করছিল যে বুড়ো মেজর বরাহ কাল রাতে এক অদ্ভুত

স্বপ্ন দেখেছে। বুড়ো শূকরটার দেহের ঠিক মাঝবরাবর দুধসাদা রং, পশু প্রদর্শনীতে পুরস্কার হিসেবে পাওয়া শূকর বলে কথা। তো সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা খামারের সমস্ত পশুকে নিজেই জানাবে। তাই সবাই ঠিক করেই রেখেছে যে মালিক জোনস যখন রোজকার মতো সব বন্ধ করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে চলে যাবে, এর পরই বড় গোলাবাড়ির প্রাঙ্গণে সবাই জড়ো হবে। বুড়ো মেজর (পশুরা তাকে এই নামে ডাকতেই পছন্দ করে। যদিও পশু প্রদর্শনীতে যখন সে গিয়েছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'উইলিংডন বিউটি') এই খামারে দারুণ জনপ্রিয়। তাকে সবাই এতটাই সম্মান করে যে তার বক্তব্য শোনার আশায় রাতের ঘুম নষ্ট করতেও কারও কোনো আপত্তি নেই।

বড় গোলাবাড়িটার এক প্রান্তে মঞ্চের মতো উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খড়ের গাদা। ইতিমধ্যেই বুড়ো মেজর আসর জমিয়ে বসেছে। ঠিক তার মাথার ওপর কড়িকাঠে ঝোলানো একটি লণ্ঠন জ্বলছে। মেজরের বয়স এখন বারো, কিছুদিন ধরে তার দেহে মেদ জমলেও এখনো তাকে সুন্দর এক তরুণ শূকরের মতোই দেখায়, তার চেহারায় বুদ্ধি আর জ্ঞানের ছাপ সুস্পষ্ট। যদিও তার সামনের বড় দাঁত দুটো এখনো বেরোয়নি, তাতে কিছু এসে-যায় না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাকি পশুরাও পৌঁছাতে শুরু করেছে। তারা নিজেদের মতো জায়গা করে নিয়ে আয়েশ করে বসেছে। সবচেয়ে প্রথমে রয়েছে এল ব্লুবেল, জেসি আর পিচার–তিন কুকুর। তারপর? তারপর এসেছে শূকরের দল, তারা দখল করেছে মঞ্চের সামনের খড়ের গাদাটুকু, মুরগির পাল জানালার মাথায় চড়ে বসেছে, আর পায়রার ঝাঁক একেবারে বর্গার ওপরে উঠে গেছে। শূকরদের পেছনে বসেছে ভেড়া আর গরুর পাল। তারা বসে বসে জাবর কাটছে। গাড়িটানার কাজে ব্যবহৃত দুই ঘোড়া–বক্সার আর ক্লোভার–দুজন প্রায় একসঙ্গেই চলে এসেছে। ধীরগতিতে এসেছে তারা। খুব সাবধানতার সাথে পা ফেলতে হয়েছে তাদের। কখন না

আবার খড়ের গাদায় লুকিয়ে থাকা কোনো পশুকে মাড়িয়ে ফেলে! ক্লোভারের চেহারাটা মধ্যবয়সী মায়েদের মতো। চতুর্থ সন্তান জন্ম দেওয়ার পর আর আগের সেই আকর্ষণীয় তরুণী ঘোটকীর চেহারাটা ফিরে আসেনি তার। আর বক্সার হচ্ছে যুবক এক পশু। গায়ের জোরের তুলনা যদি করতেই হয়, তাহলে দুটো ঘোড়ার সমপরিমাণ শক্তি সে একাই ধারণ করে। তার নাকের নিচে একটা সাদা দাগ আছে। এ কারণে তাকে একটু বোকা বোকা দেখায়, অবশ্য সে যে খুব বেশি চতুর, তা-ও নয়। তবে তার চরিত্রের দৃঢ়তা ও বিপুল কর্মক্ষমতার জন্য সবাই তাকে বেশ সম্মান করে। ঘোড়ার পরই এসেছে মুরিয়েল নামের সাদা রঙের ছাগল। সাথে খামারের সবচেয়ে প্রবীণ পশু গাধা।

বেঞ্জামিন। সে-ই সবচেয়ে বেশি বদমেজাজি। এমনিতে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার কোনোকালে ছিল না বললেই চলে; কিন্তু সেই আগ্রহ যখন জেগে ওঠে, তখন যে কেউ ভাবতে বাধ্য যে তার মুখ বন্ধ ছিল, তাতেই ভালো ছিল। কারণ, মুখ খোলার পর প্রথমেই তিক্ত একটা বাক্য ছুড়ে দেয় সে। যেমন হঠাৎ করেই হয়তো বলে বসে, মাছি তাড়ানোর সুবিধার জন্য ভগবান আমার দেহে লেজ জুড়ে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আমার না আছে মাছির দরকার, না দরকার লেজের। খামারের পশুসমাজের মধ্যে সে-ই একমাত্র প্রাণী, যাকে কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। এমনকি শোনা যায়, সে জীবনে একটিবারও হাসেনি, একটুও না। কেউ তাকে ফিক করেও হাসতে দেখেনি কখনো। আপনি কেন হাসেন না–এই প্রশ্নে বিরস মুখে সে হয়তো বলবে, হাসার মতো কিছু আছে কি?

বেঞ্জামিন বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, বক্সারের প্রতি তার ভীষণ ভক্তি। এ কথা তাকে কখনো মুখে স্বীকার করতে দেখেনি কেউ। তবু নিয়ম করে প্রতি রোববার নীরবে একসাথে ঘুরে বেড়ায়, ফলবাগানের পেছনে আস্তাবলের ছোট্ট মাঠে পাশাপাশি চরে বেড়ায়, একসাথে ঘাস খায়। পুরো এই সময়জুড়েই দুজনের মধ্যে কোনো কথা হয় না।

ঘোড়া দুটি ঠিকমতো বসতেও পারেনি, তার আগেই একঝাঁক হাঁসছানা সারি বেঁধে ঢুকে পড়ে। ওরা মাকে হারিয়েছে বেশি দিন হয়নি। তাই তারা একা একা ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে না এখনো। সবকিছুকেই ভয়ের দৃষ্টিতে দেখে তারা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাবধানে দলের সবাই নিরাপদ একটা জায়গা খোঁজে, কেউ যেন তাদের মাড়িয়ে দিতে না পারে। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে তারা ক্লোভারকে পেয়ে যায়। লম্বা পা মেলে বসে আছে সে। দুই পায়ের মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁকা। নিশ্চিন্ত হয়ে সেখানেই আশ্রয় নেয় আর সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ে ছানাগুলো।

এরপর হাজির হয় ফুটফুটে বাহারি চেহারার বোকা মাদি ঘোড়া মলি। সে জোনসের নিজস্ব ঘোড়া। সভায় বসেই সে তার আভিজাত্য নিয়ে নিজের ধবধবে কেশরগুলো এধার-ওধার নাড়াতে থাকে। আর কেশরগুলো এভাবে নাড়াতে দেখে অন্যেরা স্বাভাবিকভাবেই ওর দিকে তাকায়। ওর গলায় বাঁধা লাল রঙের ফিতা। প্রকৃতপক্ষে এটাই দেখাচ্ছে সে।

আর বরাবরের মতো সবার শেষে আসে বিড়াল, এসেই অভ্যাসমতো চারদিকে দৃষ্টি ফেলে সে দেখে নেয় সবচেয়ে গরম আশ্রয়টা কোথায়। তারপর সেটা খুঁজে পেয়ে এগিয়ে যায়। ক্লোভার আর বক্সারের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় নিজেকে গুঁজে দিয়ে তাদের গা ঘেঁষে আরামে খুশিমনে ঘড় ঘড় করতে থাকে। এখানে আসার কারণ যে বুড়ো মেজরের কথা শোনা, এ বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। সেদিকে সে কানই দেয় না।

সব পশু এসে গেছে। বাদ রয়েছে কেবল একজন। পোষা দাঁড়কাক মোজেস। খিড়কিদরজার পেছনের এক পাশে ঘুমাচ্ছে সে। মেজর যখন দেখল সবাই বেশ আরাম করে বসে তার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে, এবার সে গলাটা ঝেড়ে একটু পরিষ্কার করে। তারপর যা বলতে চায়, তা শুরু করে :

'প্রিয় সহযোদ্ধারা, তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছ যে গতকাল

রাতে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু সে বিষয়ে বলার আগে আমি সবার উদ্দেশে কিছু কথা বলতে চাই। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। খুব বেশি দিন তোমাদের মধ্যে আছি, এমন আশা এখন আর নেই। তাই মরার আগে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে সঞ্চিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চয় তোমাদের হাতে তুলে দেওয়াটা নিজের দায়িত্ব বলে মনে করি। পুরো জীবন আমি একাই ছিলাম আস্তাবলে। যে কারণে চিন্তা করার মতো যথেষ্ট অবসর পেয়েছি। আমি এই পশুজগতের সবার সম্পর্কেই জানি। প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে। আজ এসব বিষয়েই তোমাদের বলতে চাই।

'প্রিয় সহযোদ্ধারা, একবার ভেবে দেখো তো আমাদের জীবনের ধরনটা কেমন? সহজভাবে যদি বলতে চাই, আমাদের আয়ু কম, পরিশ্রম বেশি, আর দুর্দশারও কোনো শেষ নেই। আমাদের যে খাবার দেওয়া হয়, তা খেয়ে কোনো রকমে বেঁচে থাকা যায়। অথচ আমাদের দিয়ে যে পরিমাণ পরিশ্রম করানো হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আর যে মুহূর্তে আমরা পরিশ্রমের অযোগ্য হয়ে পড়ি, তখন মুহূর্তেই নিষ্ঠুরভাবে আমাদের হত্যা করা হয়। ভেবে দেখো বিষয়টা কী ভয়ংকর!

'ইংল্যান্ডের কোনো পশু জানে না আনন্দ কী জিনিস, অবসর মানে কী–জন্মের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই জীবনের সব স্বাধীনতা, আরাম, শান্তি চলে যায়। পুরো ইংল্যান্ডে কোনো পশু স্বাধীন নয়। পশুর জীবন শুধুই ক্রীতদাসের জীবন। এটাই বাস্তব ও সত্য। এই হচ্ছে খাঁটি কথা।

'কিন্তু সব সময় এমন চলছে, তাই বলে কি প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে পড়ে? আমাদের এই দেশ কি এতই দরিদ্র, এতই অনুর্বর যে এখানকার বাসিন্দাদের সচ্ছলভাবে ভরণপোষণ করতে পারে না? ভেবে দেখো তো একবার। আমাদের দেশের মাটি উর্বর, আবহাওয়া চমৎকার। এই মুহূর্তে আমরা যত পশু এই দেশে বাস করি, তার চেয়ে অনেক বেশি পশুর খাবার জোগাড় করতে পারে এই দেশ।

‘আমাদের খামারের উদাহরণ দিয়েই বলি। এখান থেকে অনায়াসে এক ডজন ঘোড়া, এক কুড়ি গরু, কতশত ভেড়া প্রতিপালিত হতে পারে–সবাই আরামে থাকতে পারে, রীতিমতো মর্যাদা বজায় রেখেই থাকতে পারে, যা কিনা আমরা ভাবতেও পারি না। প্রশ্ন হলো, যদি আমাদের দেশ এত ভালো হয়, এত খাবার পাওয়া সম্ভব, তবে কেন আমাদের এই দুর্দশা? কেন আমরা এত পরিশ্রম করি?

‘কারণ, আমরা সবাই জানি আমাদের পরিশ্রমের প্রায় সবটুকু ফসলই মানুষ আমাদের কাছ থেকে চুরি করে নিচ্ছে। আর এই মানুষ জাতিই হচ্ছে আমাদের সকল সমস্যার মূল। একটিমাত্র শব্দ দিয়ে আমাদের সব সমস্যার কথা বলে দেওয়া যায়, আর সেই শব্দটি–মানুষ। আমাদের সত্যিকার শত্রু এবং একমাত্র শত্রু মানুষ। ওই মানুষকে যদি আমরা এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে আমাদের অনাহারে থাকা বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করা–সব চিরকালের মতো ঠিক হয়ে যাবে।

‘আর মানুষের দিকে একবার তাকাও। মানুষই একমাত্র জীব, যারা নাকি কিছুই উৎপাদন করে না। আরাম-আয়েশ করে, খরচ করে, উপভোগ করে। তাদের দিকে তাকাও, তারা দুধ দেয় না, ডিম পাড়ে না, তাদের গায়ের শক্তি দিয়ে লাঙল টানতেও হয় না। এমনকি একটা খরগোশ ধরবে, সেই ক্ষমতাও তাদের নেই। এত জোরে দৌড়াতেও পারে না তারা। অথচ তারাই বসে বসে সবার ওপর ছড়ি ঘোরায়। যত ইচ্ছা খাটিয়ে নামমাত্র খাবার দিয়ে সবকিছু লুটে নেয়। আমাদের খাটাখাটুনিতে সব ফসল উৎপাদিত হয়, অথচ নিজেদের দিকে তাকাও, আমাদের গায়ের এই চামড়াটুকু ছাড়া কিছু নেই। আমার সামনে যেসব গরু বসে আছ দেখছি, আচ্ছা, বলো তো, গত এক বছরে তোমরা কত হাজার গ্যালন দুধ দিয়েছ? আর সেই বিপুল পরিমাণ দুধ কোথায় গেল, যে দুধ দিয়ে তোমাদের বাছুরগুলো খেয়েদেয়ে মোটাতাজা আর সুন্দর থাকতে পারত!

‘সেই দুধের প্রতিটা ফোঁটা কোথায় গেছে? তা গেছে আমাদের ওই শত্রুদের পেটে। আর এই যে মুরগির পাল, তোমরা এক বছরে কত ডিম পেড়েছ? সেই ডিমে তা দিয়ে কয়টা বাচ্চা ফোটাতে পেরেছ? সব বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। জোনস আর ওই মানুষজাতির একটা জিনিসই চাই, তা হলো টাকা। ডিম বিক্রি করে দেয় টাকার জন্য! ক্লোভার, তোমাকে বলছি, বলতে পারো, তুমি যে চার-চারটি বাচ্চা পেটে ধরেছিলে, তারা আজ কোথায়? তোমার এই বুড়ো বয়সে যারা ভরসা, যাদের নিয়ে সাধ-আহ্লাদে সময় কাটাতে পারতে; তাদের কিনা এক বছর বয়স হতে না হতেই বিক্রি করে দিয়েছে। জীবনে কখনো আর তাদের মুখ দেখতে পারবে না। তোমার চারবারের গর্ভযন্ত্রণা আর দৈনন্দিন মেঠো খাটুনির বিনিময়ে তুমি কী পাও? সামান্য খাবার আর মাথা গুঁজে থাকার মতো একটা ছাদ।

‘এত কিছুর পরও যদি আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দেওয়া হতো, তবু একটা কথা ছিল। এমন জীবন নিয়ে আমার নিজের জন্য কোনো আক্ষেপ নেই, আমি ভাগ্যবান। আমার বয়স এখন বারো। আমার সন্তানসন্ততি হয়েছে, তা অন্তত শ চারেক তো হবেই। শূকরের জীবনের এটাই সহজ পরিণতি। কিন্তু কোনো পশুরই যে সেই সমাপ্তি থেকে রক্ষা নেই, যেতে হবে ছুরির নিচে। এই যে তরুণ শূকরছানারা, বছরখানেকের মধ্যে তোমাদের জীবনটুকু সেই হাঁড়ি-কাঠের ওপর চেঁচাতে চেঁচাতে চুকে যাবে। সেই ভয়ংকর পরিণাম আমাদের সবার কপালে—গরু, শূকর, মুরগি, ভেড়া—কেউ বাদ যাবে না। যাদের ওরা ছুরির নিচে দেয় না—ঘোড়া আর কুকুর—তাদের ভাগ্যও খুব একটা ভালো নয়। বক্সার, যেদিন তোমার ওই বিরাট পেশি অকেজো হয়ে পড়বে, সেই দিনই জোনস তোমাকে বিক্রি করে দেবে। যারা তোমাকে কিনে নেবে, তারা তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে শিকারি কুকুরদের খাওয়াবে। আর বুড়ো কুকুরদের কী হয়, জানো? যখন তারাও আর কাজের যোগ্য থাকে না, তখন জোনস কুকুরদের গলায় ইট বেঁধে এই কাছের পুকুরেই ডুবিয়ে দেয়।

'এরপরও কি তোমাদের কারোর বুঝতে আর বাকি আছে যে আমাদের এই অবস্থা যে জন্য, তার মূলে রয়েছে মানুষের অত্যাচার আর লোভ? মানুষের হাত থেকে মুক্ত হতে পারলে দেখবে আমাদের পরিশ্রমের সব ফসল শুধু এবং শুধুই আমাদের হবে। রাতারাতিই আমরা স্বাধীন হয়ে আরাম-আয়েশে জীবন কাটাতে পারব। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে আমরা কী করব? আমরা এখন আর দিনরাত এক করে কাজ করব না। আমরা কাজ করব মানুষকে উচ্ছেদ করতে। তোমাদের উদ্দেশে আজ এই সমস্ত কথাই আমি বলতে চাই। আমি বলতে চাই, বিদ্রোহ শুরু হতে যাচ্ছে। আমি জানি না কবে সেই বিদ্রোহের দিন–সাত দিনের মধ্যেই শুরু হতে পারে, আবার এক শ বছরও লাগতে পারে, তবে আমি নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি যে একদিন সেই দিনটি আসবে, যেদিন আমাদের প্রতি আর এই অন্যায় হবে না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই দিনটি। আজ হোক অথবা কাল, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবেই। তোমাদের প্রতি অনুরোধ, নিজেদের জীবনকে সেই জন্য খাটাও। সেই দিনের দিকে নিয়ে যাও। আর আমার এই বাণী তোমাদের পরে যারা আসবে, তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ো, যাতে তারা এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে। সহযোদ্ধারা, মনে রাখবে, এই যে ইচ্ছা, এই পথে যেন কখনো দ্বিধা-সংশয় না আসে। কোনো যুক্তির ধোঁকাবাজিতে ভুল করে বোসো না। "মানুষ আর পশুর স্বার্থ একসঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, একের সুদিনের মানে অন্যের সৌভাগ্য"–এসব কথা যদি ওরা বোঝাতে আসে, তাতে কান দিয়ো না। মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। তাই এই সংগ্রামের জন্য আমাদের পশুসমাজের মধ্যে পূর্ণ একতা দরকার। মনে রাখতে হবে যে মানুষমাত্রেই শত্রু। আর পশুমাত্রই বন্ধু।'

হঠাৎ গোলমাল শুরু হয়ে যায়। মেজরের বক্তৃতা শুনে চারটি ইঁদুর গর্ত থেকে গুটিগুটি পায়ে বেরিয়ে আসে। তারা পেছনের দিকে চুপচাপ বসে বক্তৃতা শুনছিল। কুকুরগুলো সেদিকে তাকাতেই ওদের দেখতে পায় আর তা দেখেই ইঁদুরগুলো পালাতে গিয়ে